শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতকথা।

দীন কার্ত্তিক কৃত পদ্যানুবাদ।

মেসার্স পি, এম, সরকার এণ্ড সন

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৬নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতকথা ।

দীন কার্ত্তিক কৃত পদ্যানুবাদ ।

মেসার্স পি, এম, সরকার এণ্ড সন

কর্ত্তৃক প্রকাশিত ।

২৬নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

শ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের

জন্মাষ্টমী ব্রতকথা।

সূচনা।

শ্রীগুরুর পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ,
হৃদিস্থিত হৃষীকেশে করিয়া বন্দন,
'গ' শব্দেতে জ্ঞান আর 'ণ' শব্দে নির্ব্বাণ,
দ্বয়োরীশ গণেশের করিয়া ধেয়ান,
প্রণমিয়া ভক্তবৃন্দে ভক্তিসহকারে,
প্রবৃত্ত হইনু আজি বর্ণিবার তরে,
কৃষ্ণের জনম কথা অতি সুললিত,
ভবিষ্য পুরাণে যথা আছয়ে বর্ণিত,
গৌড়ীয় পয়ার ছন্দে অনুবাদ করি,
প্রভুর জনম লীলা কহিব বিস্তারি।
এস প্রভু দেহ মোর লেখনীতে ভর।
বর্ণিতে তোমার লীলা কিবা সাধ্য মোর।
চাহিছে কার্ত্তিক তাই করুণা তোমার।
রচিবে তোমার লীলা কৃপায় তোমায়।

নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়।

অথ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতকথা।

বশিষ্ঠে সম্ভাষি ক'ন দিলীপ রাজন্।
ভাদ্রে মাসে কৃষ্ণপক্ষে হরি জনার্দ্দন ॥
জনম লভিলা কেন দেবকী উদরে।
আসিলেন ধরাধামে কোন কার্য্যতরে ॥
বিস্তারিয়া কহ মুনি সুধাই তোমারে।
শুনিতে বাসনা বড় হতেছে অন্তরে ॥
বশিষ্ঠ কহেন রাজা করহ শ্রবণ।
ত্রিদিব তেয়াগি কেন প্রভু জনার্দ্দন ॥
ধরাধামে নরদেহ করিয়া ধারণ।
আবির্ভাব হইলেন কিসের কারণ ॥
সে সব বৃত্তান্ত আমি করিব বর্ণন।
শুন শুন মহারাজ হ'য়ে এক মন ॥
পুরাকালে বসুন্ধরা কংসের শাসনে।
পীড়িতা লজ্জিতা হ'য়ে দৈত্যের তাড়নে ॥
বিষন্নবদনা দেবী আরক্তলোচনা।
চলিলেন ধীরে ধীরে হ'য়ে রুদ্যমানা ॥
উমাকান্ত বৃষধ্বজ যথায় মহেশ।
কাতরে নিবেদি তাঁরে ক'ন মনক্লেশ ॥

ধরারে কাতরা দেখি দেব মহেশ্বর ।
ক্রোধানলে হইলেন কম্পিত-অধর ॥
সঙ্গে লয়ে পার্ব্বতীরে আর দেবগণে ।
চলিলেন দ্রুতগতি বিধাতা-সদনে ॥
উপনীত হ'য়ে তথা দেবেন্দ্র মহেশ ।
প্রজাপতি প্রতি এই করিলা আদেশ ॥
পদ্মযোনি বিষ্ণুসহ মিলি দুইজনে ।
উপায় সৃজহ কংসধ্বংসের কারণে ॥
ঈশ্বর বচন শুনি আত্মভূ তখন ।
হংসপৃষ্ঠে আরোহিয়া করেন গমন ॥
ক্ষীরোদে বৈকুণ্ঠধামে শেষ-নাগোপরি ।
যোগনিদ্রা অভিভূত যথায় শ্রীহরি ॥
হরাদি দেবতাবৃন্দ তথায় যাইয়া ।
অনন্ত অচ্যুত হরি অন্তরে ধ্যাইয়া ॥
স্তবে তুষ্ট করিলেন বাক্য অর্ঘ্য দানে ।
বাক্যজ্ঞানাকাশরূপী হরি ভগবানে ॥
পরমাত্মারূপ হরি কমললোচন ।
নমঃ নমঃ নারায়ণ অনাদিনিধন ॥
বিশ্বের পালক প্রভু অচ্যুত কেশব ।
নমঃ নমঃ দামোদর গোবিন্দ মাধব ॥

পুরুষপ্রধান সৌরী নমঃ হৃষীকেশ।
লক্ষ্মীকান্ত আদিদেব নমঃ পরমেশ॥
ইত্যাদি অনেক স্তুতি করিয়া শ্রবণ।
ধীরে ধীরে কহিলেন দেব জনার্দ্দন॥
মলিনবদন কেন হেরি দেবগণ।
কহ কহ বিবরিয়া কষ্টের কারণ॥
ব্রহ্মা কহিলেন শুন দেব শ্রীনিবাস।
যেহেতু এসেছি মোরা তোমার সকাশ॥
শুন শুন সুরশ্রেষ্ঠ হে লোকতারণ।
দুঃখের কাহিনী সব করি নিবেদন॥
শূলপাণি-বরোন্মত্ত কংস দুরাচার।
ধরা প্রতি করিতেছে বহু অত্যাচার॥
পূর্ব্বে বর লইয়াছে করি প্রবঞ্চন।
ভাগিনেয় বিনা তার না হ'বে শাসন॥
তাই বলি সুরবর কংসে বধিবারে।
গোকুলে জনম লও দেবকী জঠরে॥
ব্রহ্মারে বিদায় করি দেব নারায়ণ।
পশুপতি প্রতি তবে কহেন বচন॥
পার্ব্বতীরে সঙ্গে দেব দেহ একবার।
বৎসরেক থাকি দেবী আসিবে আবার॥

উমা রমা সহ শঙ্খচক্রগদাধর ।
মথুরা উদ্দেশে যাত্রা করেন সত্বর ॥
জনমিলা তথা হরি দেবকী জঠরে ।
সর্ব্বানী আশ্রয় নিলা যশোদা উদরে ॥
নয় মাস নয় দিন থাকিয়া কুক্ষিতে ।
ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে ॥
রোহিনীতারকাযুক্তা ঘন ঘোর নিশি ।
বারিদচপলাযুক্ত সলিল বরষি ॥
বৈষ্ণবী মায়ায় নিদ্রাগত রক্ষিগণ ।
সেইকালে জনমিলা কংসনিসূদন ॥
হেনকালে বৈরাটেতে নন্দগোপ ঘরে ।
ভগবতী জনমিলা যশোদা জঠরে ॥
চতুর্ভুজ শ্যামকায় শঙ্খাদি শোভন ।
পঙ্কজাস্য পদ্মনাভ কমললোচন ॥
পুত্রের এ হেন রূপ করি দরশন ।
আনকদুন্দুভি ভয়ে জুড়িলা ক্রন্দন ॥
কংসভয়ে ত্রাহি বলে দেবকী তখন ।
অচিরে আকাশবানী করিলা শ্রবণ ॥
বৈরাটে নন্দের পুরে ওহে গুণধর ।
তনয়ে লইয়া সঙ্গে চলহ সত্বর ॥

যশোদারে পুত্র দিয়া আনহ কন্যায় ।
কন্যা হেরি বধিবে না তারে কংসরায় ॥
বসুদেব দৈববাণী করিয়া শ্রবণ ।
বৈরাটাভিমুখে ত্বরা করিলা গমন ॥
পুত্রক্রোড়ে ক্ষিপ্ত চিত্তে ধায় দ্রুতগতি ।
মধ্যপথে জলপূর্ণা মহা বেগবতী ॥
অতিস্রোতা মহাবীর্য্যা যমুনা তটিনী ।
ভয়ঙ্করী ভীমনাদা হেরে তরঙ্গিনী ॥
শঙ্কিত হইয়া বসু পুত্র পানে চায় ।
কি করি কোথায় যাই না দেখি উপায় ॥
হেথায় আসিয়া তবু বিধাতা বঞ্চিত ।
কি করিয়া নন্দালয়ে হ'ব উপস্থিত ॥
মায়ায় মোহিত হেরি জনকে তখন ।
যমুনার পানে হেরি করে নিরীক্ষণ ॥
তাঁর দৃষ্টি মাত্রে নদী হইল অতি ক্ষীণা ।
আজানুসমান জল হইল তৎক্ষণা ॥
ভগবতী সেই কালে শিবা রূপ ধরি ।
সম্মুখী হইয়া যান যমুনা উত্তরি ॥
তাহা দেখি হৃষ্টচিত্তে পুত্র ল'য়ে কোলে ।
বসুদেব নামিলেন যমুনার জলে ॥

পিতারে দেখাতে মায়া মায়াময় হরি।
জলে পড়িলেন পিতৃঅঙ্ক পরিহরি ॥
সূর্যজা-জীবনে পুত্রে পতিত দেখিয়া।
কাঁদিতে লাগিলা বসু ব্যাকুল হইয়া ॥
শিরে করাঘাত করি করেন ক্রন্দন।
হায় বিধি মোরে বাম কর প্রবঞ্চন ॥
ত্রাহি মোরে জগন্নাথ কর পুত্রদান।
এ ঘোর সঙ্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
জনকে কাঁদিতে দেখি কংসারি তখন।
কৃপা করি জলক্রীড়া করি সমাপন ॥
পিতার অঙ্কেতে আসি পুনঃ আরোহিলা।
পুত্র লয়ে বসুদেব নন্দালয়ে গেলা ॥
পুত্র দিয়া যশোদারে কন্যারে লইলা।
নিজাগারে আসি সুতা দেবকীরে দিলা ॥
দেবকী-প্রসব-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
সুরারি ত্বরায় দূত করিলা প্রেরণ ॥
আজ্ঞামাত্রে কংসদূত ত্বরায় আসিয়া।
মাতৃঅঙ্ক হইতে সুতা নিলেক কাড়িয়া ॥
কন্যারে লইয়া দূত কংসে দেখাইলা।
নিরখি তাহারে দুষ্ট শঙ্কিত হইলা ॥

পূর্ণেন্দুসদৃশাননা কাঞ্চনবরণা ।
চপলাসদৃশ আভা চঞ্চলনয়না ॥
কন্যারে হেরিয়া কংস ঈষৎ হাসিলা ।
শিলোপরি বধিবারে দূতে আদেশিলা ॥
আজ্ঞা পেয়ে দূত তারে নিষ্পেষণ তরে ।
নিক্ষেপ করিলা জোরে শিলার উপরে ॥
বিদ্যুত বরণী গেলা হরের ভবনে ।
যাত্রাকালে ক্ষণকাল থাকিয়া গগনে ॥
কংসেরে সম্বোধি এই কহিলেন গৌরী ।
তোমারে বধিতে জাত গোকুলে শ্রীহরি ॥
তথায় থাকিয়া হরি কংস-নিসূদন ।
বালক্রীড়া আদি কার্য্য করি সমাপন ॥
কংসেরে পাইয়া ত্বরা করিলা নিধন ।
বিষ্ণু জন্ম কথা এই শুনহ রাজন্ ॥

কাতরে কার্ত্তিক কহে ওহে যদুবর ।
বিষাদ মেঘেতে মোর ঘিরেছে অন্তর ॥
কৃষ্ণপক্ষ নিশাসম সম্মুখেতে কাল ।
বিপদ ঝটিকা কত ঘটায় জঞ্জাল ॥

সংসারের মায়াময়ী চপলা চমকে।
ত্রাহি ত্রাহি রবে তাই ডাকি হে তোমাকে ॥
অহঙ্কারকংসরায় করিছে দলন।
রজস্তম দূতদ্বয়ে করয়ে রক্ষণ ॥
সংসার কারায় বদ্ধ মোহের শৃঙ্খলে।
উদ্ধারি গোপাল আসি ব'স মোর কোলে ॥

২০নং পার্শী চার্চ্চ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হারকিউলিস্ প্রেসে শ্রীনিমাই চরণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।
২৬ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীপ্যারিমোহন সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।